যুগান্তর

তারিখ 16 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষকরা কেন সুবিধাবঞ্চিত?

হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও সরকারের অন্যদের মতো The Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules 1979 মোতাবেক প্রত্যেকে ৩ বছর পর এক মাসের সমপরিমাণ মূল বেতনসহ ১৫ দিনের শ্রান্তি ও চিত্তবিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রাপ্য হবেন। বিলম্বে দেয়ার কৌশল হিসেবে এ বছর গ্রীষ্মকালীন ছুটি প্রাথমিক শিক্ষকদের তালিকায় ১৫ দিন রাখা হয়নি, যাতে প্রাথমিক শিক্ষকরা রোজার মাসে ছুটি কাটিয়ে ৩ বছরের পরিবর্তে ৪ বছরে পায়। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রাপ্য না দেয়া বা বিলম্বে দেয়ার অশুভ তৎপরতা আর কতদিন চলবে? প্রাথমিক শিক্ষকদের তালিকাভুক্ত ছুটি ৭৫ দিন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকাভুক্ত ছুটি ২৩ দিন। এই ২৩ দিন ৭৫ দিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় দিবস ৬ দিন সরকারি অফিস বন্ধ থাকে। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যথাযথভাবে খোলা রেখে জাতীয় দিবস পালন করে। এক্ষেত্রে হিসাবান্তে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষকরা অন্যান্য সরকারি বিভাগের চেয়ে ৬ দিন ছুটি কম ভোগ করেন। এছাড়া মা দিবস, উঠান বৈঠক, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিলাদ, ৭ কমিটির সভাসহ অনেক আনুষঙ্গিক কাজ ছুটির দিনে করা হয়। অথচ ভাগ্যের নির্মম পরিহাস— প্রাথমিক শিক্ষকদের অবকাশ বিভাগের আওতাভুক্ত করে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। পিআরএলে অর্ধ বেতন দিয়ে বর্তমান বেতন স্কেলে প্রায় ২ থেকে ৩ লাখ টাকা পেনশনবঞ্চিত করা হয়।

এবার গেজেটের বাইরের ছুটি নিয়ে আলোকপাত করছি। কর্মকালীন দ্বারা যে ছুটি অর্জিত হয়, তাই অর্জিত ছুটি (বিএসআর পার্ট-১ বিধি ১৪৫)। অর্জিত ছুটি দু'ভাবে দেয়া হয়— ১. গড় বেতনে, ২. অর্ধ গড় বেতনে।

গড় বেতনে অর্জিত ছুটি : নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯-এর বিধি ৩(১) (i) অনুসারে একজন সরকারি চাকরিজীবী কর্মকালীন প্রতি ১১ দিনের জন্য একদিনের হিসাবে গড় বেতনে ছুটি অর্জন করবে অর্থাৎ ছুটি অর্জনের হার হবে কর্মকালীন ১১ ভাগের ১। অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি : নির্ধারিত ছুটি-বিধিমালা ১৯৫৯-এর বিধি ৩(১)(iii) বিধিমতে একজন সরকারি চাকরিজীবী কর্মকালীন প্রতি ১২ দিনের জন্য একদিনের হিসাবে অর্ধগড় বেতনে ছুটি অর্জন করবে। অর্থাৎ ছুটি অর্জনের হার হবে কর্মকালীন ১২ ভাগের এক ভাগ।

সরকারি সব চাকরিজীবীর সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক ছুটি ও সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য নিম্নরূপ :

সরকারি সব চাকরিজীবী : ১. গড় ও অর্ধগড় বেতনে দুটি অর্জিত ছুটি ভোগ করবেন। ২. চিকিৎসা, হজ ইত্যাদি নানা কারণে ছুটি ভোগ করার পর ২ বছর অপকৌশল করা হয়েছে।

অবকাশ বিভাগের ছুটি সম্পর্কে নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা ১৯৫৯-এর ৮নং বিধিতে নিম্নবর্ণিত বিধান রয়েছে :

অবকাশ বিভাগের কর্মচারী : ১ (এ) অবকাশ বিভাগের কর্মচারী স্থায়ী কর্মে নিয়োজিত কোনো সরকারি কর্মচারী যে বছর পূর্ণ অবকাশ ভোগ করেছেন, তিনি ওই বছরের কর্মকালীন সময়ের জন্য গড় বেতনে কোনো ছুটি প্রাপ্য হবেন না। (বি) এরূপ সরকারি কর্মচারী যে বছর পূর্ণ অবকাশ ভোগ করেননি, ওই বছরের জন্য নির্ধারিত পূর্ণ অবকাশের জন্য সুপিরিয়র সার্ভিসের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৩০ দিন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১৫ দিন— এ অনুপাতে যে ক'দিন অবকাশ ভোগ করেননি, ওই ক'দিনের জন্য গড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য হবেন। (সি) এরূপ সরকারি কর্মচারী যে বছর কোনো অবকাশ ভোগ করেননি, তিনি অবকাশ বিভাগের কর্মচারী না হলে যে হারে ছুটি পেতেন, ওই বছরের জন্য ওই গড় বেতন হারে ছুটি প্রাপ্য হবেন। (ডি) এরূপ সরকারি কর্মচারীরা অন্যান্য সরকারি কর্মচারীর মতো অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন ও ভোগ করতে পারবেন। কোনো বছরে অবকাশকালীন ৯০ দিন থাকলে এবং ওই বছর কোনো কর্মচারী মাত্র ৩০ দিন অবকাশ ভোগ করে থাকলে তিনি ওই বছরে গড় বেতনে ছুটি অর্জন করবেন ৯০ ভাগের ৩০ x (৯০-৩০)= ৯০ ভাগের ৩০ x ৬০=২১ দিন। কোনো কর্মচারী যে বছর কোনো অবকাশ ভোগ করবেন না, তিনি ওই বছরের জন্য কর্মকালীন ১১ ভাগের ১ ভাগ হারে গড় বেতনে ছুটি প্রাপ্য হবেন। অবকাশ বিভাগের স্থায়ী কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীরা ৩(১)(iii)নং বিধি মোতাবেক ১২ ভাগের ১ ভাগ হারে অর্ধগড় বেতনে ছুটি অর্জন ও ভোগ করতে পারবেন।

সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষকরা অন্যদের মতো সুবিধা ভোগ করবেন। এটাই স্বাভাবিক। অথচ একটি মহল তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনগুলো বিভিন্ন অজুহাতে দ্বিধাবিভক্ত। অনেকটা ব্যক্তিস্বার্থে বিভোর। তাদের অধিকারগুলো সুরক্ষা ও আদায় করার লক্ষ্যে সব সংগঠনের নেতা ও শিক্ষকের ঐকান্তিক আগ্রহে যাত্রা শুরু করেছে 'প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম' নামে সম্মিলিত সংগঠন। সংগঠনটি শিক্ষকদের অধিকার নিয়ে জনমত সৃষ্টির পাশাপাশি আন্দোলন ও আইনের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশাবাদী। সরকারের সংশ্লিষ্টরা শিক্ষকদের অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হোক তাদের অধিকার— এটাই প্রত্যাশা।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*